দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ

দামুড়হুদায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ, সার ও পাট বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে উপজেলায় পাট ও আউশ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ২০২৩-২৪ মরসুমের খরিপ আউশ প্রনদনার আওতায় অস্বচ্ছল কৃষকদের মাঝে এসব কৃষি উপকরণ বিতরণের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

গতকাল সোমবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ভীষন- ২০৪১ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কৃষি উপকরণ ও প্রণোদনা বিতরণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিপ্লব ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলা এখন কৃষিতে মডেল। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন হলে দেশের উন্নয়ন হবে, সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হবে। এসব কথা ভেবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সহ বীজ সার বিতরণ করছেন। একদম ফ্রীতে এসব দেওয়া হচ্ছে। শুধু মাত্র একটাই লক্ষ কৃষির যেন উন্নয়ন হয়, কৃষকের যেন উন্নয়ন হয়। তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কৃষি এ দেশের অর্থনীতির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বর্তমানে দেশে জিডিপির প্রায় অনেকাআংশ অর্জিত হয় কৃষি খাত থেকে। তার চেয়েও বড় কথা কৃষি এ দেশের জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানের প্রধানতম এবং অন্যতম উৎস।

এখনও এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানও হয়ে থাকে কৃষিকে অবলম্বন করেই। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হলে কৃষিক্ষেত্রে যে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

শুরুতেই ২০০৯ সনে নির্বাচিত হয়ে সরকার সেটি অনুধাবন করতে সক্ষম

হয়। গত প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা বর্তমান সরকারের কৃষি ভাবনার এক বাস্তব প্রতিফলন। ১৯৭৪ সালের বাসন্তীর কাহিনী তুলে ধরে এমপি আলী আজগার টগর বলেন, বর্তমানে আবারো ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ছোট্ট একটা শিশুকে ১০টি টাকা দিয়ে প্রথম আলো ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রোকসানা মিতা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আঃ করিম বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি হাজি আব্দুল কাদির, উপজেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু প্রমূখ।

আলোচনা শেষে উপজেলার ৩ হাজার ৮০০ জন কৃষককে আউশধানের বীজ, সার ও ৭ হাজার ৬৬০ জন কৃষককে মাথাপিছু এক কেজি করে পাট বীজ বিতরণ করা হয়। এসময় গোবিন্দহুদা সি আইজি পুরুষ (ফসল) সমিতি কে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা’র চেক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সোহরাব হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম প্রমূখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান।

জীবননগরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

জীবননগরে বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে সার, বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে এ সব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলার ৩ হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ধানের বীজ, সার, গাছের চারা বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি)মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,কে,ডি,কে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু,উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার প্রমুখ।

এ সময় প্রধান অতিথি বলেন,বাংলাদেশ আজ কৃষিতে উন্নয়নশীল ,বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিশ্বের বেশ কিছু দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।বতমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার ,কৃষকরা যাতে লাভবান সে বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় কৃষকদের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

কৃষকরা আজ বিভিন্ন ধরনের বিদেশী ফল উৎপাদন করছে এই বাংলাদেশের মাটিতে এবং তারা সফলও হচ্ছে ।দেশ যাতে আরো উন্নয়ন হয় দেশের কৃষকরা যাতে লাভবান হয় ।সে বিষয়ে সরকারি ভাবে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং আগামিতেও দেওয়া হবে।উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোঃ আব্দুর জব্বার।

পেঁয়াজ কেনাবেঁচা নিয়ে বিরোধ, আদালতে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুরে গত ৪ মার্চ দুপুরের দিকে গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে কালুর সাথে তার এক ভাইয়ের শিবপুর টেংরামারী বাইপাস সড়কের পাশে কৃষি জমিতে পেঁয়াজ কেনা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির সূত্র ধরে উভয়পক্ষের মধ্যেই এক ধরনের হাতাহাতি হয় উভয়পক্ষেই কম বেশি শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

কৃষি জমিতে সেই হাতাহাতি স্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে সাময়িক মীমাংসা হয়। মীমাংসা কারীদের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম। এবং উভয় পক্ষকে তিনি ডেকে বলেন যে, ছোটখাটো বিষয়ে থানায় অভিযোগে না করে স্থানীয় ভাবে মীমাংসা করলে ভালো হয় কিন্তু সন্ধ্যা না হতেই দুই পক্ষই থানার দ্বারস্থ হয় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে।

মুজিবনগর থানায় পরদিন উভয়পক্ষ অভিযোগ করেন একে অপরের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু ৭ মার্চ সাইফুল ইসলাম কালুর মা রুহুলা খাতুন (৪০) বাদী হয়ে মেহেরপুর আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণ চেষ্টার একটি মামলা দায়ের করেন। এবং এজাহারে থানার কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে মুজিবনগর থানা তাদের মামলা গ্রহণ না করে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেয়।

তবে এ বিষয়ে রুহুলা খাতুনের অভিযোগের পক্ষের সাক্ষীগনের কথার মধ্যেও গোঁজামিল পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বলেন, তাদের মাঠের হাতাহাতির বিষয়টি তিনি জানেন এবং আপোসের চেষ্টাও করেন কিন্তু ধর্ষণ চেষ্টা বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মনে করেন।

স্থানীয় অন্য আরেকজন অবসর প্রাপ্ত সেনা সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, এটি ব্যক্তিগত আক্রোশেরই প্রতিফলন।

ওয়ার্ড কৃষক লীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা সচরাচর রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত রুহুলা খাতুনের বাড়ির পাশের আলমগীরের চায়ের দোকানে আড্ডা দিই। কিন্তু এই ধরনের কোন ঘটনা আমরা শুনিনি ও জানিনা।

তবে অভিযুক্ত জিনারুল গাজী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, ষড়যন্ত্র করে মামলা করা হয়েছে। তবে আদালত ও পিবিআই এর প্রতি আস্থা আছে আমার। তাই আমি বিশ্বাস করি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হব।

কোটচাঁদপুরে সার বীজ ও ঐচ্ছিক তহবিল থেকে চেক বিতরণ

বিএনপি সরকারের আমলে সার বীজের জন্য কৃষক কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুলি খেয়ে মরতে হয় না। ঘরে বসে সার,বীজ পাই কৃষক। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিকল্প নেই বাংলাদেশে। কৃষকের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। এ দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিন। কোটচাঁদপুরে সার বীজ ও ঐচ্ছিক তহবিল থেকে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

কোটচাঁদপুরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসুচির আওতায় পাট ও রোপা আউশ ধানের উৎপাদন ও আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি সম্পসারন অধিদপ্তরের আয়োজনে গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে সার বীজ ও চেক বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। উপজেলা কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবিরের সঞ্চালনায়। স্বাগত

বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসীন আলী।

এ সময় সার বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, উপজেলা আওয়ামিলীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলু, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি মীর কাশেম, জেলা পরিষদের সদস্য রাজিবুল কবির, এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, সাবেক কুশান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

এ সময় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল এর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে ২৩ জন দুস্ত মানুষের মাঝে চেক ও উপজেলার ২৫ শত চাষীর মাঝে ১০কেজি ডিএপি, ১০ কেজি পটাশ, ৫ কেজি ধানের বীজ ও ৩ শত চাষির মাঝে পাট বিজ প্রদান করা হয়। সে সময় কৃষক, উপকার ভোগী, চেক গ্রহিতা, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, সহ বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় তামাক ঘরে অগ্নিকান্ড,৭০ হাজার টাকার ক্ষতি

আলমডাঙ্গার কাশিপুর গ্রামে তামাক জ্বালানো পাইপের মাধ্যমে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় তামাকের ঘরে থাকা প্রায় ৭০ হাজার টাকার তামাক পুড়ে ছাই হয়েছে। ঘটনাটি শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪ টায় বেলগাছি ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামে ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে কৃষক তাজ উদ্দীন আহমেদ। তিনি শুক্রবার

বিকেলে তামাকে ঘরে আগুনের তাপ দিচ্ছিলো। এসময় তামাকে পাইপের তাপে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ঘরে থাকা প্রায় ৭০ হাজার টাকার তামাক পুড়ে ভস্কিভুত হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দামুড়হুদায় গাড়ল পালনে স্বাবলম্বী শান্তিরুল ইসলাম

ভেড়ার চেয়ে আকারে বড় ও মাংসের পরিমাণ বেশি। তবে দেখতে ভেড়ার মতই। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছেন ‘গাড়ল’ সারা দেশে ব্যাপকভাবে গাড়ল পালন ছড়িয়ে পড়ছে। ভেড়া পালনের জায়গা এখন গাড়লের দখলে। গাড়ল পালনে খরচ কম, লাভ বেশি হওয়ায় এবং এর চাহিদা বৃদ্ধির পাওয়ায় চুয়াডাঙ্গায় আগ্রহ বেড়েছে খামারীদের। গাড়ল দেখতে সাধারণত ভেড়ার মতোই লাগে কিন্তু ভেড়া নয়, আকারেও ভেড়ার চেয়ে কিছুটা বড়।

এরা লোনা পানি এলাকায় সহজে মানিয়ে নিতে পারে। এগুলো আসলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নাগপুর অঞ্চলের ছোটনাগপুরি জাতের ভেড়ার সঙ্গে আমাদের দেশি ভেড়ার ক্রস ব্রিড। এই ক্রস ব্রিডের নামকরণ করা হয় ‘গাড়ল’ (গাড়ল এবং ভেড়ার সমন্বয়ে জন্ম নেওয়াকে ক্রস ব্রিড বলা হয়েছে)। এরা সাধারণত ৭-৮ মাস পর পর একটি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে।

আর এই গাড়ল পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চারুলিয়া গ্রামের মৃত নুর ইসলামের ছেলে শান্তিরুল ইসলাম। তিনি গত ২০০১ সালে কলকাতা থেকে ১০টি গাড়লের বাচ্ছা এনে খামার শুরু করেছিলো। দুই বছরের মাথায় লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন তিনি। এখন তাঁর খামারে গাড়ল আছে ২৭৫টি। বর্তমানে মাঠে ছেড়ে দিয়েই খাদ্যের চাহিদা পুরন হয়। বাড়তি কোন খাদ্যোর প্রয়োজন হয় না। বছরে দুই বার ১ থেকে ২টি করে বাচ্ছা দিয়ে থাকে গাড়ল। মাচার উপর গাড়ল থাকতে পছন্দ করে। এতে করে স্যাতস্যাতে পরিবেশ পছন্দ করে না। মাচার উপর থাকায় গাড়লের বৃষ্ঠা নীচে পড়ে যায়। নিচে পড়া বৃষ্ঠা জৈব সার হিসাবে বিক্রি করা যায়।

ভেড়ার একটি উন্নত প্রজাতি গাড়ল। এগুলো দেখতে প্রায় ভেড়ার মতো।

দেশি ভেড়ার চেয়ে এটি আকারে বড়, মাংসও বেশি হয়। গাড়লের লেজ লম্বা হয়। মাংসের চাহিদা মেটাতে দেশেই এখন চুয়াডাঙ্গা জেলায় বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠেছে গাড়লের খামার। গাড়লের খামারে কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের। অনেকে সফলতাও পেয়েছে আবার গাড়ল পালন করে, ভাগ্য বদল করে স্বাবলম্বী হয়েছেন যেমন দামুড়হুদার চারুলিয়ার শান্তিরুল ইসলাম।

গাড়ল পালনকারী শান্তিরুল ইসলাম জানান, ২০০১ সালে কলকাতা থেকে মাত্র ১০টি গাড়লের বাচ্চা কিনে পালন শুরু করি। এর পর থেকে আর পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এক সময় সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। এখন বার্ষিক ১০ থেকে ১২লাখ টাকা আয় হচ্ছে। তিন জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কোনো প্রকার সহযোগিতা পায়নি, তবে সরকারি সহযোগীতা ও সহজ শর্তে ঋন পেলে আরো বড় করে গড়ে তুলবো খামার, আমার এক হাজার পিচ গড়লের খামার তৈরি করার ইচ্ছা। সরকারি কোনো সাহায্য পেলে গড়ে উঠবে আরও অনেক গাড়লের খামার এবং মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে বলেও মনে করেন খামারী শান্তিরুল ইসলাম।

শান্তিরুল ইসলাম আরও জানান, গাড়লের মাংস গন্ধ মুক্ত সুস্বাদু। পুষ্টি গুনেও ভাল। দেশের দক্ষিনবঙ্গে এ মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতি কেজি মাংস ১হাজার থেকে ১১শ টাকা দরে বিক্রি হয়। আমি তিন রকম গাড়ল প্রজাতির ভেড়া পালন করছি। তুলনামূলক গৃহপালিত অন্য প্রাণির চেয়ে গাড়লের রোগ বালাই কম হয় এবং দ্রুত মাংস বৃদ্ধি হয়। গাড়লের মাংসে চর্বি কম থাকে।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা আক্তার বলেন, দামুড়হুদা উপজেলায় বেশ কয়েকটি গাড়ল খামার গড়ে উঠেছে। অনেকেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এই গাড়ল পালনে আগ্রহী হচ্ছে। গাড়ল পালনে তেমন বাড়তি খরচ হয় না। গাড়ল তৃন ভুজি প্রাণী। সবুজ ঘাস খেতে পছন্দ করে। চরন ভুমি থাকলে গাড়লের জন্য বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয় না। তেমন রোগবালাই হয় না।

ঝিনাইদহে ৩ হাজার ৪’শ কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে ৩ হাজার ৪’শ ৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ সার-বীজ বিতরণ করা হয়।

সেসময় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার বিজয় কৃষ্ণ হালদার, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্তসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানায়, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে আউশ ও পাটের আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ১৩’শ ৫০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি ধানের বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার এবং ২১’শ কৃষককের প্রত্যেককে ১ কেজি পাট বীজ দেওয়া হয়।

ফসলি জমিতে পুকুর খনন চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় পুকুর খননের মহোৎসব চলছে। এতে দিন দিন কমে আসছে আবাদি জমি। বিশেষ করে তিন ফসলি জমিতেও পুকুর খননের হিড়িক পড়ায় ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রদান দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের পাশাপাশি ফলজ উৎপাদনে নির্ভরশীল।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি ও সবজি চাষ নির্ভর একটি জেলা। চুয়াডাঙ্গায়

উৎপাদিত খাদ্য ও সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় খাদ্য ভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দীর্ঘ বছর ধরে জেলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে সবজি, ভুট্টা, মালটা, পেয়ারা, ড্রাগন সহ বিভিন্ন ধরনের চাষ।

তবে মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় মানুষের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে পুকুর খননে। ফলে পাল্লা দিয়ে চুয়াডাঙ্গার প্রতিটি গ্রামেই আবাদি জমি, বসতবাড়ির পাশে পুকুর খনন চলছে। পাঙ্গাশ, মনোসেক্স, রুই, কাতলা ও সিলভারকার্প জাতীয় মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন অনেক কৃষক। ফলে আবাদি জমিতে পুকুর খননের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবাধে চলছে পুকুর খননের কাজ। বিশেষ করে এলাকায় যারা অনেক জমির মালিক কিংবা বিভিন্নভাবে প্রভাবশালী তারাই পুকুর খননের কাজ করছেন। যত্রতত্র পুকুর খননের কারণে কোনো কোনো এলাকায় জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জমি হচ্ছে সবজি সহ বিভিন্ন ধরনের চাষের জন্য উপযোগি। এ জমি নষ্ট করে এক শ্রেণীর মাটি খাদক চক্র চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে। এ কারণে এলাকার চাষ যোগ্য জমি হারাতে বসেছে।

সরজমিনে গ্রামটি ঘুরে দেখা গেছে, আবাদি জমির অধিকাংশ এখন মাটি খাদকদের দখলে। এ মাটি খাদকেরা চাষের জমি খনন করে পুকুর করছে। এদের মধ্যে একজন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ ইউনিয়ন ও বেগমপুর ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট নুরুল্লাপুর ব্রীজের নিকট নুরুল্লাপুর গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে মঙ্গল মিয়া আবাদি জমির মাটি খনন করে পুকুর করছে। গ্রামের কয়েকজন কৃষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, পুকুর খননের চারপাশে আবাদি জমি রয়েছে। এ জমির পাশে একটি সরকারী খাল রয়েছে। এ কারণে চাষের জমির মধ্যে বর্ষা মৌসুমে আবাদি জমির পানি নিঃস্কাশনের জন্য ইতপূর্বে প্রতিবা করেও কোন প্রতিকার পায়নি। যে কারণে অনেক কৃষক তাদের আবাদি জমি পানির দরে লীজ দিয়েছে পুকুর মালিকদের নিকট। এরই মধ্যে ব্রীজের কোল ঘেঁষে আবাদি জমির মধ্যে করা হচ্ছে পুকুর খনন। এ যেন গোদের উপর বিশফোঁড়া। ফলে আবাদি জমিতে ইচ্ছেমতো পুকুর খননের কারণে সেই মাটি ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করায় সড়ক দিয়ে ট্রাক্টর যোগে মাটি বহন করা হচ্ছে। বহনকৃত মাটি ট্রাক্টর যোগে নেওয়ার সময় সড়কের উপরে ছিটকে পড়ে পিচের সড়ক মাটির কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। আর সামান্য বৃষ্টির পানি সড়কে পড়ে থাকা মাটি ভিজে

তা কাঁদায় পরিণত হয়ে যানবাহন সহ কমলমতি শিশু শিক্ষার্থী সহ স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা ও পথচারীদের চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

বিশেষ করে তিতুদহের নুরুল্লাপুর গ্রাম হতে গ্রিসনগর বাজার সহ পার্শ্ববর্তী সড়ক গুলো পিচের বদলে কাঁদার সড়কে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে অপরিকল্পিতভাবে পুকুর খননের ফলে পানি বের হওয়ার পথ হারিয়ে গেছে।

এ ইউনিয়নের আবাদি জমির প্রায় সবই দুই ফসলি ও তিন ফসলি। উর্বর ও সমতল এলাকা হওয়ায় সব ধরনের ফসল আবাদ হয়। এক্সকেভেটর মেশিন দিয়ে পুকুর খননের মচ্ছব চললেও যেন দেখার কেউ নেই। এমনটি অভিযোগ স্থানীয়দের।

সদর উপজেলার নুরুল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা ও গ্রীসনগর বাজারের ব্যাবসায়ীরা অভিযোগ করে বলেন, পুকুর খনন করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। গ্রাম ও বাজারের অদূরে চাষের জমি কেটে গভীর গর্তের পুকুর খনন করা হয়েছে। এতে বর্ষাকালে আশপাশের জমি ও গাছপালা পুকুরে বিলীন হবে বলে আশংকা করছেন তারা। এ ব্যাপারে পুকুর খননের নামে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খননে মাটি খাদকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারছিনা।

এ বিষয়ে পুকুর খননকারী জমির মালিক মঙ্গল মিয়ার কাছে পুকুর খনন ও সড়কে মাটি পড়ে কাঁদায় পরিণত হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি পুকুর খনন করছিলাম এখন আর করছিনা। তবে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর ট্রাক্টরে মাটি নেওয়ার সময় কিছু মাটি রাস্তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যায়। সেই মাটি বৃষ্টির পানিতে কাঁদায় পরিণত হয়েছে। যার কারণে রাস্তায় কাঁদা হয়েছে। তবে আমি পুকুর কাটা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন শুধুমাত্র পুকুরের চারপাশ বাঁধা হলেই হয়ে যাবে।

মুজিবনগরে ৩ দিনের কৃষি মেলা

শেষ এক দিনেই!

টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ির আয়োজনে,১৮ ই মার্চ শনিবার মুজিবনগরে আম্রকাননে ৩ দিনব্যাপী কৃষক সমাবেশ ও কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন প্রধান অতিথি থেকে মেলার উদ্বোধন করেন ।

উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয় ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মেলা ও কন্দাল ফসল প্রদর্শনী করা হবে।বিভিন্ন সংবাদ পত্র,অনলাইন পোর্টালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রকাশিত সংবাদে ৩ দিন মেলা হবে সে তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ব্যানারেও সে তথ্য দেওয়া ছিল। কিন্তু ১৮ মার্চ উদ্বোধনের পর আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ চলে যাওয়ার সাথে সাথে মেলার স্টলসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেই উপজেলা কৃষি বিভাগ।
কি কারণে বন্ধ হলো এমন কথা জানতে চাইলে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি বিভাগ এবং মুজিবনগর কৃষি বিভাগ থেকে তেমন কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। কৃষি বিভাগের দাবি উর্ধতন কতৃপক্ষের আদেশেই মেলা বন্ধ করা হয়ছে।
কোন ঘোষনা ছাড়াই হটাৎ মেলা বন্ধ হওয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকার কৃষকরা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে সরকার সে উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, মানিকনগর, ভবেরপাড়ার বেশ কয়েকজন কৃষক জানান, উদ্বোধনের দিন শুনলাম তিনদিন থাকবে। কিন্তু গত রবিবার সকালে মেলা স্থলে গিয়ে কোন কিছুই দেখা যায়নি। কন্দাল ফসলের চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বর্ধিত জনগোষ্টির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। প্রকল্প এলাকায় কন্দাল ফসলের আবাদ বাড়ানো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টি আলু, গুলকচু, মুখীকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছ আলুর প্রমানিতজাতগুলো সম্প্রসারণ করা। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর-আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষন, উদ্বুদ্বকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমরে মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদেশে কন্দাল ফসল রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা এই প্রবল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুজিবনগরের আম্রকাননে কৃষিমেলার হটাৎবন্ধ হওয়ায় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা এমন প্রশ্ন

অনেকের।

কন্দাল ফসল চাষের উপযোগী মাটি, জলবায়ু ও চাষের চাহিদার ওপর ভিত্তিতে দেশের আট বিভাগের ৬০ জেলার ১৫০ টি উপজেলাকে এই প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। তার মধ্যে মুজিবনগর একটি।

মেহেরপুর কৃষি বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ি এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৬ কোটি ৩১ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৯শ ৮১ ব্যাচ কর্মকর্তা-কর্মচারি, কৃষক, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষন দেয়া, ২ হাজার ৮৪৪টি কৃষক মাঠ দিবস, ৪৫০ ব্যাচ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং ৩০০টি কৃষিমেলার আয়োজন করার কথা। আগামী ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার এবং মুজিবনগর উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকা কৃষি অফিসার আলমগীর হোসেন জানান, সবার সাথে আলোচনা করা হয়েছে যেহেতু প্রতিমন্ত্রী মহোদয় থাকবেন বড় প্রোগ্রাম খরচ অনেক বেশি তাই একদিনে শেষ করা হয়েছে।
মেলা বন্ধের জন্য প্রকল্প পরিচালকের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। অথচ মেলায় ডেকোরেশনকারী ডেকোরেটরের মালিক শাহিন আলী বলেন, আমার সাথে কৃষি অফিসারের একদিনের চুক্তি ছিল। তাই উদ্বোধনের দিনই সব ভেঙে ফেলা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কৃষি অফিসের এক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বলেন, উর্ধতন কতৃপক্ষের নিদের্শেই মেলা বন্ধ করা হয়েছে।

কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মোখলেছুর রহমান মোবাইল ফোনে জানান, মেলা তো তিনদিন হওয়ার কথা। সময়ের আগের মেলা বন্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তারপরও আমি উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে কথা বলে বিষয়টি দেখছি।

মুজিবনগরে কৃষক সমাবেশে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন কৃষকদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, আকাশ থেকে কালো মেঘ দূর হয়ে যায়, কৃষকরা স্বস্তি পায় কারণ তারা জানে তারা সার পাবে তেল পাবে উন্নত মানের বীজ পাবে। তিনি মাঠের পরে মাঠ রাস্তা করে দিয়েছেন। তিনি জানেন কৃষক ভালো থাকলে দেশের মানুষ ভালো থাকবে দেশ ভালো থাকবে।

আজ আমরা সেই দুর্বিসহ দিনের কথা ভুলে গেছি।২০০৮ সালের আগে দেশে সারের যে অব্যবস্থাপনা ছিলো। কৃষকরা ঠিক মত সার পাচ্ছিলেন না, ৬০ টাকা কেজি ইউরিয়া সার কিনেছেন। এমওপি পাওয়া যাচ্ছিলো না। ৯০ টাকা কেজি দরে এমওপি কিনতে হতো।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ কৃষিতে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি বান্ধব সরকার।আজ সারা বাংলাদেশে পরিবর্তন ঘটে গেছে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিঘাপ্রতি থেকে ৭ মনের বেশি ধান পাওয়া যেতনা। আজকে উন্নত মাধ্যমে ৩০ মন পর্যন্ত ধান পাওয়া যাচ্ছে। আজ গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে। গ্রামে বসেই মানুষ শহরের সকল সুবিধা পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে কৃষি ফসল মাঠ থেকে ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো যায়। এর ফলে কৃষিতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে। দেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন কারণে কৃষকের মাঠে পড়ে থাকা কৃষি যন্ত্রপাতি নিরাপদে থাকে।

রবিবার বিকালে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবনগর কৃষকলীগ এর আয়োজনে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিকের সঞ্চালনায় সমাবেশর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন। কৃষক সমাবেশের উদ্বোধক ছিলেন, বাংলাদেশ কৃষক

লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উল আলম শান্তি। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এড: আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, বাংলাদেশ কৃষক লীগের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কৃষক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্নসম্পাদক এড: ইব্রাহিম শাহীন, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগ সহ উপজেলা কৃষক লীগ এবং ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কৃষক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।